আলো আঁধারের গল্প

মৌ সেন

পুনশ্চ

সূচিপত্র

দায়	১১
উত্তরমেঘ	২৪
এক হাতা ভাত	৩৭
অনাম্নী	৪৩
পরিবর্তন	৪৯
অবচেতন	৫২
ছোট্ট কোল	৫৮
টব	৬৪
অপরাধী অপরাহ্ণ	৭২
অসমাধিত	৮৬
ঝুল	৯৩
স্থানাংক	১০২
জল রং তেল রং	১১১
স্বপ্নেরা ডানা মেলে	১২০
খাজুরাহো	১২৭
প্রস্তুতি	১৩৭
মৃত মানুষের মুখ	১৪১

দায়

স্টপেজে বাসটা এসে দাঁড়াতেই, এগিয়ে যায় মহীতোষ। বেশ ভিড়। তবু উঠে পড়ে বাসে। একটা বাস ছাড়লে পরেরটা কখন আসবে ঠিক নেই। দেরী করতে ইচ্ছে করছে না। যতটা আগে পৌঁছোতে পারবে, ততো বেশি থাকা যাবে।

ভিড় বাসে উঠে নিজের চিন্তায় ডুবে যায় মহীতোষ। চারপাশের মানুষজন কেউ যেন নেই। নির্দিষ্ট করে কিছু ভাবছেও না সে। ভাবতে গেলেই যে ভাবনাটা আসছে, সেই ভাবনাটার হাত থেকে বাঁচতেই তো, ভাবছে সে। হঠাতই সামনের সিটটা খালি হতে, বসে পড়ে মহীতোষ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। সেখানেও রাস্তা দেখতে পায় না যেন। চোখে তো তখন টুকরো টুকরো ছবি ভেসে আসছে। একটা ছবির থেকে অন্য ছবিতে নিজের অজান্তেই চলে যাচ্ছে মহীতোষ। থামছে না কোথাও। থামতে চাইছেও না।

''গ্রীনপার্ক''

স্টপেজের নামটা কানে আসতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ে মহীতোষ, ''বেঁধে ভাই, বেঁধে ... নামবো''

রাস্তা পার হয়ে অভ্যস্ত পায়ে চেনা গলিটায় ঢুকে চেনা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুতপা শুয়ে আছে বিছানায়। ওষুধ, ইউরিন আর ফিনাইলের গন্ধ মিশে, ঘরটায় ভারি হয়ে আছে বাতাস। মহীতোষের মনে পড়ে, হাসনুহানা ফুলের গন্ধ খুব প্রিয় সুতপার।

''হাসনুহানার গন্ধ বড্ড উগ্র''

''আমার ভালো লাগে''

ঘরের বাতাসের উগ্র গন্ধে সম্বিত ফেরে মহীতোষের। বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনা বেশিক্ষণ। শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুটো চোখের নিচেই ঘন কালি। সুতপা তাকিয়ে আছে। যে চোখ কথা বলতো ক্রমাগত, সেখানে আজ কি শুধুই ব্যাথার কথা লেখা আছে? কিন্তু কিছু যেন বলতে চায় সুতপা। বলতে পারছে না, ঘরে তাপস আছে বলে ?

''খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবি?'' মহীতোষ তাপসের দিকে তাকিয়ে বলে। তাপস আর সুতপার কলেজ জীবনের বন্ধু মহীতোষ।

জল আনতে ঘরের বাইরে তাপস চলে গেলে সুতপা পূর্ণ চোখে তাকায়। বোঝা যায় তাকাতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর।

হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা হলে কি ভালো হতো ? কথাটা কদিন ধরেই মনে আসছে মহীতোষের। জিজ্ঞাসা করতে পারেনি তাপসকে। প্রশ্ন করারও তো একটা অধিকার থাকে। মহীতোষ সেই গন্ডির বাইরেই থেকে গেছে আজও।

যেন ওর ভাবনা বুঝতে পেরে সুতপা বলে, ''ওর সব টাকা জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে আমার রোগের কারণে, যা আমি কোনদিন চাইনি। আমিই বলেছি হাসপাতালে যাব না। যা হয় বাড়িতে থেকেই হোক। আসলে, ওর কাছে দেনা রেখে চলে যাওয়া, সেও আমার কাছে এক মস্ত অপমান''।

কথাগুলো বলার সময় ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এক আশ্চর্য বিপন্নতা, ওকে চুরমার করে দেয়। কেঁপে ওঠে মহীতোষ।

সত্যিই কি বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে? আর কি চোখের দেখাটাও হবে না, সুতপা? মনে আসা একথা, মুখে তো আর আনতে পারে না মহীতোষ।

মুখে বলে, 'ও সব তুমি ভেবো না সুতপা। শরীর থাকলে রোগ থাকবে। আর তাকে নিরাময়ের জন্য খরচও করতে হবে। এখন সব কটা কেমো নিয়ে চটপট সুস্থ হয়ে ওঠো তো'...

'সুস্থ? হ্যাঁ এবার একেবারে সুস্থ হয়ে যাব। আর চিন্তা নেই'। সুতপা হাসার চেষ্টা করে।

সে কথার অর্থ বুঝেও মহীতোষ বলে, 'তুমি ভালো হয়ে যাবে সুতপা। তোমায় ভালো হয়ে উঠতেই হবে'। গলাটা কি একটু কেঁপে উঠেছিল? সুতপা তাকায়। তারপর চোখদুটো বন্ধ করে।

তাপস জল নিয়ে ঢুকে ওদের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে, নিঃশব্দে জলটা রেখে বলে, ''আমি একটু ওষুধের দোকান থেকে আসছি''। ঘর থেকে বেরোনোর সময় আবার একবার ওদের দুজনের দিকে তাকায় তাপস।

মহীতোষের মনে পড়ে কয়েকদিন আগে তাপস আক্ষেপের সুরে বলে ফেলেছিল ''এ এক ভয়ংকর রোগ রে। শুধু রুগী কে নয়, মধ্যবিত্তের বাড়িটাকেও ধ্বংস করে দেয়''। আজ এসে মহীতোষ বুঝতে পারে, সুতপাও কোনোভাবে আঁচ করতে পেরেছে তাপসের মনের কথাটা।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা। শরীরের যন্ত্রণার সময়টুকু মিলে মিশে যায় মানসিক যন্ত্রণার সাথে। ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। ফেব্রুয়ারিতে ওদের বিয়ের পর পরই সুতপা সেবার দোলে শান্তিনিকেতনে গেছিল তাপসের সঙ্গে। নতুন বিয়ে। আম্র কুঞ্জে সুতপাকে চেপে ধরে, তাপস ব্লাউজের মধ্যে রঙ ভরে দিতে দিতে বলেছিল, ''পৃথিবীর সেরা স্তনের

অধিকারিণী তুমি। কোনদিন যদি আমাদের ছাড়াছাড়িও হয়ে যায়, শুধু এই দুটো আমায় দিয়ে যেও প্লিজ"।

"যাহ, বলে হাত ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছিল সুতপা। লজ্জায় লাল হয়ে গেছিল লোকজনের সামনে অমন ঘনিষ্ঠতায়। বিয়ের পর পর বাঁধ ভাঙ্গা ভালবাসার সময় তখন। কিন্তু সময় বড়ো তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে সুতপা ভাবে, সময়ের সাথে সাথে দাম্পত্য শুধুই নির্ভরতা, মায়া আর বিশ্বাসের সম্পর্কে পরিণত হয়ে যায় কি? ভালবাসা সেখানে গৌণ? কোনো আকর্ষণ আর কাজ করে না? সবটাই শুধু অভ্যাস?

সেই বিশ্বাসের জায়গাটাতেই কি চিড় ধরেছিল কোন এক সময়ে? বিশ্বাসে চিড় ধরার কি কোনো কারণ লাগে সব সময়ে, নাকি অতিমাত্রায় অধিকারবোধ বোধহীন করে দেয় মানুষকে?

চিড় ধরেছিল। কিন্তু কেন? সে কথা বোঝার মতো বোধই ছিল না তাপসের। মেঘমা পেটে আসার পর থেকেই পাল্টাতে থাকে তাপস। সেই পাল্টানো আরো বেড়ে যায় মেয়ের জন্মের পরে। তখন সুতপা শুধুই মেশিন। ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি শুধু সংসার, রান্না, মেয়ের কাঁথা কাচা, স্বামীর যত্ন। আর সারাদিনের পরে অফিস ফেরত তাপসের নিষ্ঠুর মন্তব্য, 'তুমি মনে কোরো না তুমি বিরাট কিছু করছো? যুগ যুগ ধরে সমস্ত মেয়েরাই মা হয়, বৌ হয়, আর সব দিক সামলায়। এতেই উল্টে যাচ্ছো? তাহলে চাকরি বাকরি করলে কী করতে?'

প্রতিদিন এক ঝগড়া, এক অশান্তি, আর এক রুটিনের জীবন। দম আটকে আসে। সুতপা বুঝতে পারছিল বোধহীন, মায়াহীন এই মানুষটার হাতে সম্পর্কটা আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে।

একদিন সব কাজ সেরে, ভীষণ ক্লান্তিতে সুতপা শাড়ি না পাল্টেই শুয়ে পড়েছিল। তাপস হঠাৎই বমি করার মতো ওয়াক শব্দ করে সরে যায় ওর কাছ থেকে। অবাক ও বিস্মিত সুতপা সমস্যাটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি। এক মুহূর্ত পরে স্যরি বলার আগেই তাপস বলে, "এর থেকে তো ওপাড়ার মেয়েরাও বেটার"।

বিস্মিত সুতপা বলে, "মানে? ওপাড়ার মেয়েদের তুমি চেনো নাকি? সারাদিন কাজ করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছি। তার জন্য তোমার এতটুকু সমবেদনা নেই। এতটুকু মায়াও নেই। আর এখন তুমি আমায় বেশ্যাদের সঙ্গে তুলনা করছো? এতো অপমান ..."

উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি তাপস।

বারবার অপমান আর নিষ্ঠুর আঘাতে সুতপা শিথিল হয়ে যায় আরও।

বিনিদ্র রাতে রোগশয্যায় ভেসে আসে মাঝের বছরগুলোয় সাংসারিক ঝগড়া, মান অভিমান, কথা কাটাকাটির টুকরো টুকরো ছবি। সেই সব ছবিই কি একটু একটু করে জীবন বিমুখ করে তুলছিল সুতপাকে?